حرمين
رئاسة الشؤون الدينية
بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

# উমরা আদায়ের পদ্ধতি

## কিছু নির্বাচিত দোয়াসহ

পবিত্র হারামদ্বয় যিয়ারতকারীর প্রকাশনা

مطبوعات قاصد الحرمين الشريفين

برنامج قاصد الحرمين

حرمين

رئاسة الشؤون الدينية
بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

برنامج إثراء قاصد الحرمين

# উমরা আদায়ের পদ্ধতি

## কিছু নির্বাচিত দোয়াসহ

পবিত্র হারামদ্বয় যিয়ারতকারীর প্রকাশনা

مطبوعات قاصد الحرمين الشريفين

ⓗ رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ١٤٤٦هـ

رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

صفة العمرة باللغة البنغالية./رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي - ط١. .- مكة المكرمة، ١٤٤٦هـ

٣٧ص، ١٤×٢١سم

رقم الإيداع: ١٤٤٦/١٤١٥٥

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٨٥٠٦-٥٢-٣

পবিত্র হারামদ্বয় যিয়ারতকারীর প্রকাশনা

প্রথম সংস্করণ

١٤٤٦هـ/٢٠٢٥م

بسم الله الرحمن الرحيم

# অধিদপ্তরের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহর রাসূলের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবীবর্গ ও তাঁর সকল মিত্রের প্রতি দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

আল্লাহ তাআলা বায়তুল্লাহকে কিবলা বানিয়েছেন, যার সান্নিধ্যে মুসলমানদের অন্তর ও দেহগুলো সমবেত হয়, যা গোটা বিশ্ববাসীর জন্য পথের দিশারী, যা নিরাপদ নগরী। যে স্থানকে সম্মান করার মাধ্যমে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ সাধিত হয়।

প্রতি বছর বায়তুল্লাহর পানে মিলিয়ন মিলিয়ন মুসলিম ছুটে আসেন। তাদের মনে থাকে আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগ-অনুভূতি ও নানা মনোবাঞ্ছা। আরও থাকে দ্বীন সম্পর্কে যা জানা আবশ্যকীয় এবং ইবাদত ও লেনদেনের জটিলতা সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন।

তাই তো মসজিদে হারামকে সম্মান করা, এর অধিবাসী ও বিদেশী অতিথিদের কদর করা আবশ্যকীয় ও মহান দায়িত্ব। “মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীর ধর্মীয় অধিদপ্তর” যে দায়িত্ব পেয়ে ও যথাযথভাবে পালন করতে পেরে গর্বিত।

এ বই “পবিত্র হারামদ্বয় যিয়ারতকারীর প্রকাশনা” এর একটি প্রকল্প। যা এই পবিত্র শহরের অধিবাসীগণ ও বায়তুল্লাহর খাদেমগণ রহমানের অতিথির প্রতি যে আবেগ-অনুভূতি লালন করেন তার একটি বিশ্বস্ত বহিঃপ্রকাশ। এটি এমন এক মূল্যবান উপহার যা দর্শনার্থী নিজ দেশে নিয়ে যাবেন এবং স্বদেশে ফিরে গিয়েও একে নিয়ে গর্ববোধ করবেন।

“মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীর ধর্মীয় অধিদপ্তর” রহমানের অতিথি মুসলিম ভাইদের হাতে দিক-নির্দেশনামূলক এ পুস্তিকাটি তুলে দিচ্ছে। যাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে উমরার রুকন, ওয়াজিব, সুন্নত ও ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়াবলীসহ উমরা আদায় করার পদ্ধতি। আর পুস্তিকাটির শেষে রয়েছে নির্বাচিত বেশ কিছু দোয়া। যাতে করে একজন মুসলিম

উমরাকালীন সময়ে এ দোয়াগুলো পড়ায় মশগুল থাকতে পারেন। এর সাথে অধিদপ্তর প্রত্যাশা করছে যে, তারা তাদের দ্বীনী জ্ঞানে প্রজ্ঞা অর্জন করবেন এবং তাঁদের মহান মালিক আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হবেন যিনি স্বাচ্ছন্দ্যে ও সহজে উমরা আদায় করা ও বায়তুল্লাহ যিয়ারত করা সহজ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের নেক আমলগুলো কবুল করে নিন। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীবর্গের প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীর ধর্মীয় অধিদপ্তর

# ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁর কাছেই সাহায্য চাচ্ছি, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমাদের আত্মার অনিষ্ট ও বদ আমল থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি যাকে হেদায়েত দেন তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই। তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে হেদায়েত দেয়ার কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কোন উপাস্য সত্য নয়; এক আল্লাহ ছাড়া। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল। পর সমাচার:

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীর ধর্মীয় অধিদপ্তর যিয়ারতকারীর অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করার আগ্রহ থেকে, নেক ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করা এবং ইলম প্রচারের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই পুস্তিকাটি প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যাতে করে কুরআন-সুন্নাহর দলিল ও আলেমদের বক্তব্যনির্ভর এই পুস্তিকাটি যিয়ারতকারী ও উমরাকারীদের জন্য তাদের ইবাদত পালনে সহায়ক হয়। এটি কলেবরে ছোট; কিন্তু উমরার বিবরণ ও বিধিবিধান বর্ণনায় এর উপকারিতা অনেক বড়। আর যেহেতু সারাবছর উমরা পালন করা শরিয়তে অনুমোদিত এবং এর বিধিবিধান জানা ও পদ্ধতি জানার প্রয়োজন চলমান। উমরা হজ্জের মত নয়; যেহেতু হজ্জ আদায়ের সময় নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত।

আমরা পুস্তিকাটির প্রথমাংশে উমরা আদায় করার পদ্ধতি উল্লেখ করেছি। এরপর কুরআন ও সহিহ সুন্নাহ থেকে দোয়াগুলো উল্লেখ করেছি।

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেন, এ আমলটিতে বরকত দেন, এ আমলকে তাঁর জন্য একনিষ্ঠ হিসেবে কবুল করে নেন এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য উপকারী বানিয়ে দেন।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ-এর প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

ধর্মীয় অধিদপ্তর

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী

# মীকাতসমূহ ও ইহরাম

মীকাত হলো এমন স্থান যেখান থেকে উমরা পালনেচ্ছু ব্যক্তির উপর ইহরাম বাঁধা ওয়াজিব।

হাদিসে এমন কিছু স্থান নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে উমরা পালনেচ্ছু ব্যক্তির জন্য যে স্থান ইহরামরত অবস্থা ছাড়া অতিক্রম করা জায়েয নয়। এমন স্থান পাঁচটি:

যুল হুলাইফা: বর্তমান নাম “আবইয়ারে আলী’। এটি মদিনাবাসী ও মদিনার পথ অতিক্রমকারীদের মীকাত। এটি মক্কা থেকে প্রায় ৪২০ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত।

আল-জুহফা: এটি রাবেগের নিকটবর্তী একটি গ্রাম। এটি শাম, মিশর, মরক্কো এবং অন্য যারা এ পথ অতিক্রম করে আসে তাদের মীকাত। এটি মক্কা থেকে প্রায় ১৮৬ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত। এখন মানুষ রাবেগ থেকে ইহরাম বাঁধে।

কারনুল মানাযিল: এখন একে বলা হয় “আস-সাইলুল কাবীর’। এটি নজদ ও তায়েফের অধিবাসী এবং অন্য যারা এ পথ দিয়ে অতিক্রম করে তাদের মীকাত। এটি মক্কা থেকে প্রায় ৭৮ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত। এর সমান্তরালে রয়েছে “ওদী মাহরাম’। “আল-হাদা’ রোড দিয়ে এটি কারনুল মানাযিলের উপরিভাগে অবস্থিত; যা মক্কা থেকে প্রায় ৭৫ কিঃমিঃ দূরে।

ইয়ালামলাম: এটি ইয়েমেনবাসী ও যারা এ পথে অতিক্রম করে তাদের মীকাত। এটি মক্কা থেকে প্রায় ১২০ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত।

যাতু ইরক: একে “আদ-দারিবা’ বলা হয়। এটি ইরাকবাসী ও এ পথ দিয়ে অন্য যারা অতিক্রম করে তাদের মীকাত। এটি মক্কা থেকে প্রায় ১০০কিঃমিঃ দূরে।

আর যার বাসস্থান এ মীকাতগুলোর ভেতরে সে হজ্জ বা উমরার জন্য

নিজ ঘর থেকে ইহরাম বাঁধবে। তবে যার বাসস্থান মক্কাতে সে উমরার ইহরামের জন্য হিল্ল-এ (হারাম এলাকার বাইরে) যাবে। আর হজ্জের ইহরাম বাঁধবে নিজ ঘর থেকে ও নিজ অবস্থানস্থল থেকে।

# দৃষ্টি আর্কষণী

কেউ আকাশ পথে আগমন করলে, সে যদি হজ্জ বা উমরা পালনে ইচ্ছুক হয় তাহলে তার উপর ওয়াজিব হলো বিমান মীকাত বরাবরে আসলে ইহরাম বাঁধা। তার জন্য জেদ্দা এয়ারপোর্টে নেমে ইহরাম বাঁধা জায়েয হবে না। কেননা জেদ্দা কেবল জেদ্দাবাসীর জন্য মীকাত।

যদি তার সাথে ইহরামের কাপড় না থাকে; তাহলে সে পায়জামাটি পরনে রেখে অন্য পোশাক খুলে ফেলবে এবং সে পোশাকটি কাঁধের উপর ও বুকের উপর ফেলে রাখবে, আর ইহরামের নিয়ত করবে। যখন এয়ারপোর্টে নেমে ইহরামের কাপড় সংগ্রহ করতে পারবে তখন পায়জামা খুলে ইহরামের কাপড় পরে নিবে।

পক্ষান্তরে, নারীর জন্য ইহরামের বিশেষ কোনো পোশাক নেই। নারী বিমানে বসে তার নিজের পোশাকেই ইহরাম করতে পারবেন। যদি তার পরনে বোরকা, নেকাব বা হাতমোজা থাকে তিনি সেগুলো খুলে ফেলবেন। বেগানা পুরুষদের সামনে তিনি খিমার দিয়ে মুখ ঢাকবেন।

# উমরার রুকন, ওয়াজিব ও সুন্নতসমূহ

### উমরার রুকনসমূহ:

১। উমরার কর্মে প্রবেশ করার নিয়ত করা; এর নাম ইহরাম।

২। কাবা শরীফ তাওয়াফ করা।

৩। সাফা ও মারওয়া পাড়াহদ্বয়ে সাঈ করা।

- যে ব্যক্তি উমরার কোন রুকন ছেড়ে দিবে তার উমরা সঠিক হবে না; যতক্ষণ না সে শরয়ি পদ্ধতি অনুসরণ করে সে রুকনটি সম্পাদন করে।

### উমরার ওয়াজিবসমূহ:

- মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা; ঐ ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি মীকাতের উপর দিয়ে গমন করবে। আর যার আবাসস্থল মীকাতের ভেতরে সে যেখান থেকে মনস্থির করেছে সেখান থেকে ইহরাম বাঁধা। অন্যদিকে উমরার জন্য মক্কাবাসীকে হারাম এলাকার বাইরে যাওয়া আবশ্যক।
- মাথা মুণ্ডন করা কিংবা চুল ছাটাই করা।
- যে ব্যক্তি উমরার কোন একটি ওয়াজিব ছেড়ে দিয়েছে; যদি সেটা ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেয় তাহলে তার গুনাহ হবে এবং তার উপর ফিদিয়া ওয়াজিব হবে। আর যদি অনিচ্ছায় ছুটে যায় তাহলে তার উপর শুধু ফিদিয়া ওয়াজিব হবে।

### উমরার সুন্নতসমূহ:

উমরার রুকন ও ওয়াজিব ছাড়া বাকী কাজগুলো সুন্নত; যেমন ইযতিবা করা, রমল করা।

- যে ব্যক্তি কোন একটি সুন্নত ছেড়ে দেয় তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। তবে তার ফজিলতটি ছুটে গেল।

## ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়াবলী:

ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়াবলী তিনভাগে বিভক্ত:

এক: যে বিষয়গুলো নর-নারী সবার জন্য নিষিদ্ধ:

১। ইহরামকারীর জন্য ইহরামের নিয়ত করার পর চুল কাটা বা নখ কাটা নাজায়েয।

২। ইহরামকারী সব ধরণের সুগন্ধি বর্জন করবেন।

৩। হাতমোজা পরা নাজায়েয।

৪। ইহরামকারী বিয়ের প্রস্তাব দিবে না এবং নিজের জন্য বা অন্য কারো জন্য বিয়ের আকদ (চুক্তি) করবে না।

৫। ইহরামকারীর জন্য স্ত্রী সহবাস করা এবং যা কিছু সহবাসের দিকে ধাবিত করে সেগুলো করা হারাম।

৬। ইহরাম অবস্থায় কোন স্থলচর শিকারকে হত্যা না করা কিংবা তাড়িয়ে না দেয়া অথবা এ কাজে কাউকে সহযোগিতা না করা।

দুই: যা কিছু শুধু পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধ; নারীদের জন্য নয়:

১। মাখীত তথা শরীরের অবয়বের আদলে সেলাইকৃত পোশাক পরা নাজায়েয।

২। মাথার সাথে লেপ্টে থাকে এমন কোন কিছু দিয়ে মাথা ঢাকা নাজায়েয; যেমন: পাগড়ী বা এ জাতীয় অন্য কিছু।

তিন: যা কিছু কেবল নারীদের জন্য নিষিদ্ধ; পুরুষদের জন্য নয়:

১। নারীদের জন্য নিকাব বা এ জাতীয় কিছু দিয়ে মুখ ঢাকা জায়েয নয়। তবে খিমার বা এ জাতীয় কিছু দিয়ে বেগানা পুরুষ থেকে পর্দা করা উচিত।

যে ব্যক্তি এ নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর কোনটিতে লিপ্ত হয় তার হুকুম:

- যদি নিষিদ্ধ কাজটিতে অজ্ঞতাবশতঃ বা ভুলবশতঃ কিংবা জবরদস্তির শিকার হয়ে লিপ্ত হয় তাহলে তার কোন গুনাহ হবে না; তবে এর জন্য কোন ফিদিয়া দিতে হবে না।
- যদি কোন প্রয়োজনের কারণে নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয় তাহলে এটি তার জন্য জায়েয হবে; তবে তার উপর ফিদিয়া ওয়াজিব হবে।
- যদি কোন ওজর ছাড়া বা প্রয়োজন ছাড়া নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয় তাহলে সে গুনাহগার হবে এবং তার ওপর ফিদিয়া ওয়াজিব হবে।

## ফিদিয়ার বিবেচনায় ইহরামের নিষিদ্ধ কার্যাবলীর প্রকারভেদ:

এক: চুল কাটা, নখ কাটা, সুগন্ধি লাগানো, হাতমোজা পরা, পুরুষের জন্য সেলাইকৃত পোশাক পরা, মাথাঢাকা, মহিলারা নিকাব পরা, উত্তেজনাসহ যৌন স্পর্শ করা; এ নিষিদ্ধ কাজগুলোর প্রত্যেকটির জন্য তিনটি বিষয়ের মধ্যে কোন একটি করার এখতিয়ার থাকবে:

ক. লাগাতর তিনদিন রোজা রাখা কিংবা আলাদা আলাদা তিনদিন রোজা রাখা।

খ. ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য দেওয়া। প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধ সা` খাদ্য; যেমন: খেজুর, চাল কিংবা অন্য কিছু।

গ. একটি ভেড়া বা ছাগল জবাই করে এর গোশত হারাম এলাকার মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করা।

দুই: যে ব্যক্তি উমরার কোন একটি ওয়াজিব ছেড়ে দিয়েছে; যেমন মীকাত থেকে ইহরাম করা। এমন ব্যক্তির উপর ফিদিয়া জবাই করা ওয়াজিব। ফিদিয়া হলো কুরবানী করা জায়েয হয় এমন পশু; সেটা ভেড়া বা ছাগল, নর হোক বা মাদী হোক। এ পশুর গোশত হারাম এলাকার গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে; এর থেকে কোন কিছু খাওয়া যাবে না।

তিন: সহবাসের ফিদিয়া: যে ব্যক্তি সাঈ করার পূর্বে সহবাস করেছে তার উমরা নষ্ট হয়ে গেছে। তাকে উমরার অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এরপর এ উমরাটি কাযা করতে হবে এবং তার উপর একটি ফিদিয়া জবাই করা ওয়াজিব হবে। যদি ফিদিয়া জবাই করার সামর্থ্য না থাকে তাহলে তাকে দশদিন রোযা পালন করতে হবে।

আর যে ব্যক্তি সাঈ করার পরে; কিন্তু মাথা মুণ্ডন করা বা চুল ছাটাই করার পূর্বে সহবাস করেছে তার উমরা নষ্ট হয়নি। তবে ফিদিয়া জবাই করা তার উপর ওয়াজিব হবে। যদি ফিদিয়া জবাই করার সামর্থ্য না থাকে তাহলে সে দশদিন রোযা পালন করবে।

চার: শিকার করার শাস্তি। এর দুটো অবস্থা:

- যদি শিকারকৃত প্রাণীর অনুরূপ কোন গবাদি পশু (উট, গরু বা ভেড়া-ছাগল) থাকে তাহলে তাকে তিনটি বিষয়ের কোন একটি করার এখতিয়ার দেয়া হবে:

  ক. সেই অনুরূপ পশুটি জবাই করা এবং সেটির গোশত হারাম এলাকার ফকির ও মিসকীনের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া।

  খ. অথবা এই অনুরূপ পশুর মূল্য কত তা দেখা। সে মূল্য দিয়ে খাদ্য কিনে মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া। প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধ সা` খাদ্য দেয়া।

  গ. অথবা প্রতিজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানোর বদলে একদিন করে রোযা রাখা।

- আর যদি শিকারকৃত প্রাণীর কোন অনুরূপ কোন গবাদি পশু না থাকে; যেমন পঙ্গপাল; সেক্ষেত্রে তাকে দুটো বিষয়ের কোন একটি করার এখতিয়ার দেয়া হবে:

  ক. দেখতে হবে হত্যাকৃত (শিকারকৃত) প্রাণীর মূল্য কত এবং এ মূল্যের সমান খাদ্য মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া। প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধ সা` করে দিবে।

  খ. কিংবা প্রতিজন মিসকীনকে খাদ্য দেয়ার বদলে একদিন করে রোযা রাখা।

## উমরা করার পদ্ধতি

উমরা পালনেচ্ছু ব্যক্তি যখন মীকাতে পৌঁছবেন তখন:

- তার জন্য ইহরামের পূর্বে গোসল করা ও সুগন্ধি লাগানো মুস্তাহাব।
- পুরুষ ব্যক্তি একটি লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করবেন। সে দুটি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও সাদা রঙের হওয়া মুস্তাহাব।
- আর মহিলার জন্য পরিপূর্ণ আচ্ছাদনকারী যে কোন পোশাক পরা জায়েয। তবে নিকাব ও হাতমোজা পরবে না।
- মনে মনে নুসুকে (উমরার কার্যে) প্রবেশের নিয়ত করবেন। তিনি যা নিয়ত করেছেন সেটি মুখে উচ্চারণ করা শরিয়তসম্মত। তিনি এভাবে বলবেন: لَبَّيْكَ عُمْرَةً (লাব্বাইকা উমরাতান- উমরাকারী হিসেবে আপনার কাছে হাযির) কিংবা اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً. (আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান- হে আল্লাহ! উমরাকারী হিসেবে আপনার কাছে হাযির)।
- যদি ইহরামকারী ব্যক্তি উমরা বা হজ্জের কার্যাবলী সমাপ্ত করতে না পারার আশংকা করেন (অসুস্থ হওয়ার কারণে কিংবা শত্রুর ভয়ের কারণে ইত্যাদি) তার জন্য ইহরামকালে এ কথাটি বলা মুস্তাহাব: «فَإِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ؛ فَمَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ» (যদি কোন প্রতিবন্ধক আমাকে আটকে দেয় তাহলে যেখানে আটকে দিয়েছে সেখানেই আমি হালাল হয়ে যাব।) এই শর্তটি করার উপকারিতা হলো: যদি মুহরিম ব্যক্তি হজ্জ বা উমরার কার্যাবলী সম্পাদনে কোন প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হন তাহলে তিনি হালাল হয়ে যাওয়া জায়েয এবং তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না।
- মক্কায় যাওয়ার পথে বেশি বেশি তালবিয়া পড়া ও উচ্চস্বরে পড়া মুস্তাহাব।

উমরাকারী মসজিদে হারামে প্রবেশকালে যা করবেন:

- মসজিদে হারামে পৌঁছলে ডান-পা আগে দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা

সুন্নত। প্রবেশকালে বলবেন: «بِاسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلى رَسُوْلِ اللهِ» (رواه ابن ماجه) (উচ্চারণ: বিসমিল্লাহ, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ- অর্থ: আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি, রাসূলুল্লাহ এর প্রতি আল্লাহর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক)[সুনানে ইবনে মাজাহ] এবং আরও বলবেন: أَعُوْذُ بِاللَّهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. (رواه أبو داود) (উচ্চারণ: আউযু বিল্লাহিল আযীম, ওয়াবি ওয়াজহিহিল কারীম, ওয়া সুলতানিহিল কাদীম, মিনাশ শায়তানির রাজীম। অর্থ: আমি মহান আল্লাহর কাছে তাঁর সম্মানিত চেহারা ও অনাদি ক্ষমতার উসীলায় বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।)[সুনানে আবু দাউদ] আরও বলবেন: اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ (হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাগুলো খুলে দিন।) [সহিহ মুসলিম]

- তিনি হাজারে আসওয়াদের দিকে এগিয়ে যাবেন যাতে করে সেখান থেকে তাওয়াফ শুরু করতে পারেন। তিনি ডান হাত দিয়ে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করবেন এবং সম্ভব হলে হাজারে আসওয়াদে চুমু দিবেন। যদি তা সম্ভবপর না হয় তাহলে হাত দিয়ে পাথরটি স্পর্শ করে হাতে চুমু দিবেন। যদি হাত দিয়ে স্পর্শ করা সম্ভবপর না হয় তাহলে হাজারে আসওয়াদের দিকে মুখ করে হাত দিয়ে ইশারা করবেন এবং "আল্লাহু আকবার` বলবেন। কিন্তু হাতে চুমু খাবেন না। উত্তম হচ্ছে ঠেলাঠেলি না করা; যার ফলে মানুষকে কষ্ট দেয়া হয় কিংবা নিজে মানুষের দ্বারা কষ্ট পায়।

- হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করার সময় বলবেন: «بِاسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ» (বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার- অর্থ: আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহ মহান)।

- এরপর বায়তুল্লাহকে নিজের বামপার্শ্বে রেখে ডানদিকে চলবেন। যখন রুকনে ইয়ামেনী (ইয়ামেনী কর্নারে) পৌঁছবেন তখন সে কর্নারটি স্পর্শ করবেন; তবে চুমু খাবেন না, ইশারা করবেন না, তাকবীর দিবেন না এবং স্পর্শ করার জন্য

ভিড় করবেন না। রুকনে ইয়ামেনী ও হাজারে আসওয়াদ কর্নারদ্বয়ের মাঝখানে হাদিসে যে দোয়াটি সাব্যস্ত হয়েছে সেটি বলবেন। সে দোয়াটি হলো:

﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾ [البقرة: 201].

- (হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন, আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আগুনের শাস্তি থেকে আমাদেরকে বাঁচান)[সূরা বাক্বারা: ২০১]
- তাওয়াফের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইযতিবা করা। ইযতিবা হলো: ডান কাঁধ উন্মুক্ত করে রাখা। যখন তাওয়াফ শেষ করবে তখন কাঁধ ঢেকে ফেলবে।
- শুধু প্রথম তিন চক্করে রমল করা। রমল হলো: ছোট ছোট কদম ফেলে দ্রুত হাঁটা।
- সাত চক্কর তাওয়াফ শেষ করার পর সম্ভব হলে মাকামে ইব্রাহিমে আসবে। এরপর দুই রাকাত নামায আদায় করবে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহা ও সূরা কাফিরূন পড়বে এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাস পড়বে।
- এরপর নামায শেষে সম্ভব হলে জমজমের পানি পান করা মুস্তাহাব। তারপর সম্ভব হলে হাজারে আসওয়াদে গিয়ে সেটি স্পর্শ করবে।
- এরপর সাফা পাহাড়ে আরোহন করবে। আরোহন করার সময় পড়বে:

﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡبَيۡتَ أَوِ ٱعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158].

"নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ্জ কিংবা ওমরা করবে তার এ দুটোতে প্রদক্ষিণ (সাঈ) করায় কোন পাপ নেই। আর যে ব্যক্তি স্বপ্রণোদিত হয়ে ভাল কাজ করবে (সে তার কাজের পুরস্কার পাবে), নিশ্চয়ই আল্লাহ যথার্থ পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।"[সূরা বাক্বারা: ১৫৮]

এরপর সাফা পাহাড়ের এতটুকু উপরে উঠবে যাতে করে কাবা শরীফ

দেখা যায়। উপরে উঠে কাবা অভিমুখী হয়ে বলবেন: "আল্লাহু আকবার' (আল্লাহ মহান)। দুই হাত উঠিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করবেন ও দোয়া করবেন। এরপর কাবা অভিমুখী হয়ে দুই হাত উঠিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং দোয়া করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে যে দোয়াটি পড়েছেন সেটি হচ্ছে:

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ».

(উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহ। লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহ, আনজাযা ওয়া`দাহ, ওয়া নাসারা আবদাহ, ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদা।)

(অর্থ- নেই কোন উপাস্য; এক আল্লাহ ব্যতীত। তিনি নিরঙ্কুশ। রাজত্ব তাঁর-ই জন্য। প্রশংসা তাঁর-ই জন্য। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। কোন উপাস্য সত্য নয়; এক আল্লাহ ছাড়া। তিনি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন। এবং তিনি একাই জোটগুলোকে পরাজিত করেছেন।) এ যিকিরটি তিনবার পড়বেন। এর মধ্যে যা ইচ্ছা দোয়া করবেন। তারপর সাত চক্কর সাঈ করবেন। সাফা থেকে মারওয়া গেলে এক চক্কর এবং মারওয়া থেকে সাফায় গেলে দ্বিতীয় চক্কর পূর্ণ হবে। সবুজ আলোয় চিহ্নিত স্থানটুকু দৌঁড়িয়ে পার হবেন। তবে, আশপাশের কাউকে কষ্ট না দিয়ে। এভাবে সাত চক্কর সম্পন্ন করবেন।

- এরপর মাথা মুণ্ডন কিংবা চুল ছাটাই করবেন। আর নারী মাথার সবগুলো চুল একত্রিত করে আঙ্গুলের আগা পরিমাণ কাটবেন।
- এ আমলগুলোর মাধ্যমে উমরা পরিপূর্ণ হবে এবং ইহরাম বাঁধার মাধ্যমে তার উপর যা কিছু হারাম হয়েছিল সেগুলো হালাল হয়ে যাবে।

  আমাদের নবী মুহাম্মাদের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীবর্গের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

# নির্বাচিত দোয়া

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ، كَمَا تُحِبُّ رَبَّنَا وَتَرْضَى، حَمْدًا لَا يَنْقَطِعُ وَلَا يَبِيْدُ، وَلَا يَفْنَى، مِلْءَ سَمَاوَاتِكَ، وَمِلْءَ أَرْضِكَ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، عَدَدَ مَا حَمِدَكَ الْحَامِدُوْنَ، وَعَدَدَ مَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ، خَاتَمِ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ، وَخِيْرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ، وَأَمِيْنِكَ عَلَى وَحْيِكَ، وَعَلَى آلِهِ، وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

(হে আল্লাহ! আপনার জন্যই সকল প্রশংসা; এমন প্রশংসা যা অজস্র, পবিত্র ও বরকতপূর্ণ। হে আমাদের প্রভু! আপনি যেভাবে ভালোবাসেন ও সন্তুষ্ট হন ঠিক সেভাবে। এমন প্রশংসা যা অফুরন্ত, অমলিন ও অবিনাশী। এমন প্রশংসা যা আপনার আকাশ-জমিন ভরপুর এবং তারপরেও আপনি যা চান তাতে ভরপুর। প্রশংসাকারীরা আপনার যত প্রশংসা করেছেন তত সংখ্যায় এবং গাফেলগণ আপনার স্মরণ থেকে যত গাফলতি করেছে তত সংখ্যায়। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদের প্রতি, যিনি আপনার সর্বশেষ নবী ও রাসূল, যিনি আপনার সৃষ্টিকুলের সেরা, যিনি আপনার ওহীর আমানতদার এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীবর্গের প্রতি।”

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيُّوْمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ.

اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ. فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ. وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.



“হে আল্লাহ! আপনার জন্যই সকল প্রশংসা। আপনি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু`টোর মধ্যে যারা আছে তাদের নূর (আলো)। আপনার জন্যই সকল প্রশংসা; আসমানসমূহ, যমীন ও এ-দু`টোর মধ্যে যারা আছে আপনিই তাদের অস্তিত্বের ধারক। আপনার জন্যই সকল প্রশংসা;

আপনিই সত্য, আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য, আপনার বাণী সত্য, আপনার সাক্ষাৎ লাভ সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কিয়ামত সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য।

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছি, আপনার ওপরই ভরসা করেছি, আপনার ওপরই ঈমান এনেছি, আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছি, আপনার সাহায্যেই বা আপনার জন্যই শত্রুর সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়েছি, আর আপনার কাছেই বিচার পেশ করেছি; অতএব আমাকে ক্ষমা করে দিন— আমার পূর্বে বা পরে কৃত গুনাহগুলো, আমার গোপনে বা প্রকাশ্যে কৃত গুনাহগুলো। আপনিই (কাউকে) অগ্রগামীকারী, আর (কাউকে) পশ্চাদগামীকারী, আপনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য সত্য নয়। সমুন্নত ও সুমহান আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোন উপায় নেই, কোন শক্তি নেই।”

اَللّٰهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا.

“হে আল্লাহ! আপনি আমার নফসকে তাকওয়া প্রদান করুন, নফসকে পরিশুদ্ধ করুন। আপনিই উত্তম পরিশুদ্ধকারী। আপনিই আত্মার মালিক ও অভিভাবক।”

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا.

“হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই— এমন ইলম থেকে যে ইলম উপকারী নয়, এমন অন্তর থেকে যে অন্তর (আল্লাহকে) ভয় করে না, এমন মন থেকে যে মন পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দোয়া থেকে যে দোয়া কবুল করা হয় না।”

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، بَدِيعَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، أَنْ تَغْفِرَ لِيْ وَتَرْحَمَنِيْ، وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِيْ إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ.

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি এই ওসিলা দিয়ে যে, সকল প্রশংসা আপনারই। কোন উপাস্য সত্য নয়; আপনি ছাড়া। ওহে আসমান-

জমিনকে অভিনবভাবে সৃষ্টিকারী! ওহে সম্মান ও অনুগ্রহের অধিকারী! ওহে চিরঞ্জীব ও অস্তিত্বের ধারক! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন। যখন আপনি কোন জনগোষ্ঠীকে ফিতনাগ্রস্ত করতে চাইবেন তখন আমাকে ফিতনাগ্রস্ত না করে আপনার কাছে উঠিয়ে নিন।”

﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾ [البقرة: ٢٠١].

“হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন, আখিরাতে কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচান।”

﴿رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَا وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلرَّٰحِمِينَ﴾ [المؤمنون: ١٠٩].

“ওগো আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান এনেছি; সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন, আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনি তো উত্তম দয়াকারী।”

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوبَنَا بَعۡدَ إِذۡ هَدَيۡتَنَا وَهَبۡ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحۡمَةًۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡوَهَّابُ﴾ [آل عمران: ٨].

“হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে পথ দেখানোর পর আমাদের অন্তরসমূহকে বক্র (সত্যবিমুখ) করবেন না। আর আমাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ দান করুন। নিঃসন্দেহে আপনিই বড় দাতা।”

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

“হে আমাদের প্রভু! আমরা যদি বিস্মৃত হই কিংবা ভুল করি তাহলে আমাদেরকে শাস্তি দিবেন না। হে আমাদের প্রভু! আমাদের ওপর কোন ভারী বোঝা চাপিয়ে দিবেন না, যেমনটি আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর চাপিয়েছিলেন। হে আমাদের প্রভু! আমাদের ওপর এমন কোন দায়িত্ব দিবেন না যা পালন করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আর আমাদের পাপ মোচন করুন, আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ

করুন। আপনিই আমাদের সাহায্যকারী। সুতরাং কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে বিজয়ী করুন।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৮৬]

﴿رَبِّ ٱجۡعَلۡنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلۡ دُعَآءِ ۝٤٠ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ يَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡحِسَابُ﴾ [إبراهيم: ٤٠-٤١].

“হে আমার প্রভু! আমাকে নামাযী বানিয়ে দিন এবং আমার সন্তানদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের প্রভু! আমার দোয়া কবুল করে নিন। হে আমাদের প্রভু! যে দিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।”

﴿رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: ٧٤].

“হে আমাদের প্রভু! আমাদের জন্য আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে চোখের শীতলতা বানিয়ে দিন। আর আমাদেরকে মোত্তাকীদের ইমাম (অনুসরণীয় নেতা) বানিয়ে দিন।”

﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحۡمَةٗ وَهَيِّئۡ لَنَا مِنۡ أَمۡرِنَا رَشَدٗا﴾ [الكهف: ١٠].

“হে আমাদের প্রভু! আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন এবং আমাদের এ পরিস্থিতিতে আমাদের জন্য কল্যাণকর পথের ব্যবস্থা করে দিন।”

﴿رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخۡزِنَا يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ إِنَّكَ لَا تُخۡلِفُ ٱلۡمِيعَادَ﴾ [آل عمران: ١٩٤].

“হে আমাদের প্রভু! আপনি আপনার রাসূলদের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দেওয়ার ওয়াদা করেছেন তা দিয়ে দিন। আর কেয়ামতের দিন আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন না। নিশ্চয় আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।”

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى، وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ، وَالْغِنَى.

“হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার কাছে হেদায়েত, পরহেজগারি, সততা ও সচ্ছলতা প্রার্থনা করছি।”

اَللَّهُمَّ اقْسِمْ لِي مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنِيْ بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيَّ مَصَائِبَ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنِي بِسَمْعِي، وَبَصَرِيْ، وَقُوَّتِي أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّيْ، وَاجْعَلْ ثَأْرِيْ عَلَى مَنْ ظَلَمَنِيْ، وَانْصُرْنِيْ عَلَى مَنْ عَادَانِيْ، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتِيْ فِيْ دِيْنِيْ، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّيْ، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِيْ، وَلَا إِلَى النَّارِ مَصِيْرِيْ، وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ هِيَ دَارِيْ، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ بِذُنُوْبِيْ مَنْ لَا يَخَافُكَ، وَلَا يَرْحَمُنِيْ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

"হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য আপনার এতটুকু পরিমাণ ভীতি বণ্টন করুন যা দিয়ে আপনি আমার মাঝে ও আপনার অবাধ্যতার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবেন। আপনার `ইবাদাত-আনুগত্যের এতটুকু পরিমাণ বণ্টন করুন, যা দিয়ে আপনি আমাকে আপনার জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং আপনার ওপর ঈমানের এতটুকু পরিমাণ দান করুন, যা দিয়ে আপনি আমার জন্য দুনিয়াবী বিপদাপদকে সহজ করে দিবেন। হে আল্লাহ! যতদিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন ততদিন আমাকে আমার কানের মাধ্যমে, চোখের মাধ্যমে ও শক্তির মাধ্যমে উপকৃত করুন এবং এগুলোকে আমার ওয়ারিশ বানান।

যে আমার উপর যুলুম করেছে তার থেকে আমার প্রতিশোধ গ্রহণ নির্ধারণ করে দিন, যে আমার সাথে দুশমনী করেছে তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন, আমার উপরে দ্বীনি বিপদ দিবেন না, দুনিয়াকে আমার চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু ও ইলম হাছিলের উদ্দেশ্যে পরিণত করবেন না, জাহান্নামকে আমার প্রত্যাবর্তনস্থল বানাবেন না। জান্নাতকে আমার আবাসস্থল বানিয়ে দিন। আমার গুনাহর কারণে আমার উপরে এমন কাউকে চাপিয়ে দিবেন না, যে আপনাকে ভয় করে না এবং আমার প্রতি দয়া করবে না।

ওগো দয়াশীল! আপনার রহমতের দোহাই দিয়ে দোয়া করছি।"

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ -لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ- أَنْ تُضِلَّنِيْ، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ، وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوْتُوْنَ.

"হে আল্লাহ্‌! আমি আপনার কর্তৃত্বের ওসিলা দিয়ে আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কোন উপাস্য সত্য নয়; আপনি ছাড়া। আপনি চিরঞ্জীব; যার মৃত্যু নেই। জ্বিন-ইনসান মৃত্যুবরণ করবে।"

اَللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ والشَّهَادَةِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، ربَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِيْ سُوْءًا، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ.

“হে আল্লাহ! হে আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা! হে দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানধারী! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কোন উপাস্য সত্য নয়; আপনি ছাড়া। হে সব কিছুর প্রভু ও মালিক! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই আমার আত্মার অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্ট থেকে ও তার শির্ক (বা তার ফাঁদ) থেকে এবং আমার নিজের ওপর কোনো অনিষ্ট করা অথবা কোনো মুসলিমের দিকে অনিষ্ট টেনে আনা থেকে।”

اَللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيْ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِيْ، وَأَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ، وَأَصْلِحْ لِيْ آخِرَتِيْ الَّتِيْ إِلَيْهَا مَعَادِيْ، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

“হে আল্লাহ! আপনি আমার দ্বীনদারিকে শুধরে দিন, যা আমার সবকিছুর রক্ষাকবচ। আমার পার্থিব জীবনকে শুধরে দিন, যার মধ্যে আমার জীবনধারণ। আমার পরকালকে শুধরে দিন, যার দিকে আমার প্রত্যাবর্তন। আমার জন্য জীবনকে নেক আমল বৃদ্ধির আধার বানান এবং মৃত্যুকে প্রত্যেক অকল্যাণ থেকে স্বস্তিদায়ক করুন।”

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ.

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তা লাভের প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি; আমার দ্বীনদারির ও দুনিয়ার, আমার পরিবার ও সম্পদের। হে আল্লাহ! আপনি আমার গোপন ত্রুটিসমূহ ঢেকে রাখুন, আমার উদ্বিগ্নতাকে নিরাপত্তায় পরিণত করে দিন।”

اَللَّهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ، وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ.

“হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হিফাযত করুন আমার সামনের দিক থেকে, আমার পিছনের দিক থেকে, আমার ডান দিক থেকে, আমার বাম দিক থেকে এবং আমার উপরের দিক থেকে। আর আপনার মহত্ত্বের উসীলায় আশ্রয় চাই আমি নিচ থেকে অকস্মাৎ নিহত হওয়া থেকে।”

اَللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتِيْ فِي الْأُمُوْرِ كُلِّهَا وَأَجِرْنِيْ مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ.

“হে আল্লাহ! সর্বক্ষেত্রে আমার কর্মফলকে ভালো করুন। আমাকে দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও আখিরাতের আযাব থেকে রেহাই দিন।”

اَللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

“হে আল্লাহ! আপনার যিকির করা, আপনার শুকরিয়া আদায় করা ও আপনার উত্তম ইবাদত পালনে আমাকে সাহায্য করুন।”

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاْءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ.

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি– আপনার নেয়ামতের অপসারণ থেকে, আপনার নিরাপত্তার পরিবর্তন থেকে, আপনার আকস্মিক শাস্তি থেকে এবং আপনার সকল অসন্তুষ্টি থেকে।”

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.

“হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে আপনি পছন্দ করেন। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন।”

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ.

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে যাবতীয় কল্যাণ প্রার্থনা করছি; বর্তমান ও ভবিষ্যতের যে কলাণকে আমি জানি এবং যে কল্যাণকে আমি জানি না। আর আমি আপনার কাছে যাবতীয় অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি; বর্তমান ও ভবিষ্যতের যে অনিষ্টকে আমি জানি এবং যে অনিষ্টকে আমি জানি না।”

اَللَّهُمَّ إنيِّ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ.

“হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও নবী মুহাম্মাদ আপনার কাছে ভালো যা কিছু চেয়েছেন আমিও আপনার কাছে তা প্রার্থনা করছি। আপনার বান্দা ও নবী মুহাম্মাদ আপনার কাছে মন্দ যা কিছু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন আমিও সেসব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”

اَللَّهُمَّ إِنيِّ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ.

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করছি এবং যে কথা বা কাজ জান্নাতের নৈকট্য হাছিল করিয়ে দেয় তা প্রার্থনা করছি। আর আমি আপনার কাছে জাহান্নাম আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং যে কথা বা কাজ জাহান্নামের কাছে নিয়ে যায় সেসব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”

اَللَّهُمَّ إِنيِّ أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، والْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، والْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ، والنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ.

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি– আপনার রহমতকে অনিবার্যকারী আমল, আপনার ক্ষমাকে নিশ্চিতকারী কর্ম, প্রতিটি নেক আমলের গণীমত, প্রতিটি পাপ থেকে নিরাপত্তা, জান্নাত লাভের সফলতা এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি।”

اَللَّهُمَّ جَنِّبْنِيْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ، وَالْأَعْمَالِ، وَالْأَهْوَاءِ، وَالْأَدْوَاءِ.

“হে আল্লাহ! আমাকে নিন্দিত সকল চরিত্র, কর্ম, চাহিদা ও রোগ থেকে দূরে রাখুন।”

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ.

“হে আল্লাহ! আমার সকল গুনাহ মাফ করে দিন। আমাকে সৎ চরিত্রের দিশা দিন। আপনি ছাড়া কেউ সৎ চরিত্রের দিশা দিতে পারে না। আর

আমার অসৎ চরিত্র দূর করে দিন। আপনি ছাড়া কেউ অসৎ চরিত্র দূর করতে পারে না।"

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ.

"হে আল্লাহ! প্রকাশ্যে ও গোপনে আমি আপনাকে ভয় করার দোয়া করছি। রাগ ও সন্তুষ্টি উভয় অবস্থায় আমি হক্ক কথা বলার দোয়া করছি। আমি দারিদ্র ও স্বচ্ছলতা উভয় অবস্থায় মিতব্যয়ী হওয়ার দোয়া করছি। আমি আপনার কাছে অফুরন্ত নেয়ামত চাই। অবিরাম চক্ষু শীতলতা (আনন্দ) চাই। তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্টি চাই। মৃত্যুর পর সুশীতল জীবন চাই। আপনার মহান চেহারার দিকে দৃষ্টি দেয়ার মজা চাই। আপনার সাথে সাক্ষাতের ব্যাকুলতা চাই; এমতাবস্থায় সাক্ষাত যাতে থাকবে না কোন ক্ষতিকর কষ্ট কিংবা ভ্রষ্টকারী ফিতনা।"

اَللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ، غَيْرَ ضَالِّيْنَ، وَلَا مُضِلِّيْنَ، سِلْمًا لِأَوْلِيَائِكَ، حَرْبًا عَلَى أَعْدَائِكَ، نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ، وَنُعَادِيْ بِعَدَاوَتِكَ مَنْ عَادَاكَ، أَوْ خَالَفَكَ.

"হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ঈমানের সৌন্দর্যে সৌন্দর্যমণ্ডিত করুন। আমাদেরকে হিদায়াতপ্রাপ্ত ও হিদায়াতকারী বানান। আমাদেরকে পথভ্রষ্ট ও ভ্রষ্টকারী বানাবেন না। আমরা যেন আপনার মিত্রদের সাথে শান্তিপূর্ণ এবং আপনার শত্রুদের সাথে শত্রুতা পোষণকারী হই। আপনি যাকে ভালোবাসেন আপনার ভালোবাসায় আমরা তাকে ভালোবাসি। আর যে আপনার সাথে শত্রুতা পোষণ করে বা বিরুদ্ধাচারণ করে আমরা যেন আপনার শত্রুতায় তার সাথে শত্রুতা করি।"

اَللَّهُمَّ انْقُلْنِيْ مِنْ ذُلِّ الْمَعْصِيَةِ إِلَى عِزِّ الطَّاعَةِ، وَأَغْنِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ، وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

“হে আল্লাহ! আমাকে গুনাহের যিল্লতি থেকে আনুগত্যের সম্মানে নিয়ে আসুন। আমাকে অমুখাপেক্ষী রাখুন; হালাল দিয়ে হারাম থেকে, আনুগত্য দিয়ে গুনাহ থেকে এবং আপনার অনুগ্রহ দিয়ে অন্য কারো অনুগ্রহ থেকে। ওহে চিরঞ্জীব ও অস্তিত্বের ধারক! ওহে সম্মান ও অনুগ্রহের অধিকারী।”

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالْحَزَنِ، ومِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَمِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَمِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، وَمِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

“হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই— দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে, অপারগতা ও অলসতা থেকে, ভীরুতা ও কৃপণতা থেকে, পাপ ও সম্পদের অনিষ্ট থেকে, ঋণের ভার ও মানুষদের (জালিমদের) দমন-পীড়ন থেকে।”

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ.

“হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই— শ্বেতী রোগ, পাগল হওয়া, কুষ্ঠরোগ ও সকল খারাপ রোগ থেকে।”

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِيْ شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ .

“হে আল্লাহ্! ওহে আসমানসমূহ ও জমিনের প্রভু! ওগো মহান আরশের প্রভু! ওগো আমাদের প্রভু এবং সবকিছুর প্রভু! ওহে শস্যবীজ ও আঁটির অঙ্কুরোদগমকারী! ওহে তাওরাত, ইঞ্জিল ও ফুরকান নাযিলকারী! আমি আপনার কাছে সব অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি, যেগুলো আপনারই নিয়ন্ত্রণাধীন।”

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ، فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ، فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ، فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ.



হে আল্লাহ! আপনিই আদি; আপনার পূর্বে কিছু নাই। আপনিই অন্ত; আপনার পরে কিছু নাই। আপনিই বিজয়ী; আপনার উপরে কিছু নাই।

আপনিই গোপন; আপনার চেয়ে গোপন কিছু নাই। অতএব, আপনি আমার ঋণ পরিশোধ করে দিন এবং আমাকে দারিদ্র থেকে স্বচ্ছল করে দিন।”

اللَّهمَّ أنتَ ربِّي لَا إلهَ إلَّا أنتَ، خلقتَني وأنا عبدُك، وأنا على عهدِكَ، ووعدِكَ ما استطعتُ، أعوذُ بكَ من شرِّ ما صنعتُ، أبوءُ لكَ بنعمتِكَ عليَّ، وأبوءُ بذنبي، فاغفِرْ لي، فإنَّه يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّاأنتَ.

“হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রভু, কোন উপাস্য সত্য নয়; আপনি ছাড়া। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমি আপনার দাস। আমি আমার সাধ্য মতো আপনার (তাওহীদের) অঙ্গীকার ও (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতির ওপর অটল রয়েছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই। আপনি আমাকে যে নেয়ামত দিয়েছেন আমি তা স্বীকার করছি এবং আমার অপরাধও স্বীকার করছি। অতএব, আপনি আমাকে মাফ করে দিন। নিশ্চয় আপনি ছাড়া পাপরাশি ক্ষমা করার কেউ নেই।”

اللَّهمَّ إنيِّ أسألُكَ فعلَ الخيراتِ، وتركَ المُنكَراتِ، وحبَّ المساكينِ، وأن تغفرَ لي وترحمَني، وإذا أردتَ بعبادِكَ فتنةً فاقبِضْنِي إليكَ غيرَ مَفتونٍ.

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি— ভালো কাজ করার, খারাপ কাজ পরিহার করার এবং অভাবীদেরকে ভালোবাসার। আরও প্রার্থনা করছি— আপনি যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন এবং আমার প্রতি দয়া করেন। আর যখন আপনি কোন জনগোষ্ঠীকে পরীক্ষায় ফেলতে চাইবেন তখন যেন আমাকে পরীক্ষায় না ফেলে মৃত্যু দান করেন।”

اللَّهمَّ إنيِّ أعوذُ بكَ من جَهْدِ البلاءِ، ودَرَكِ الشَّقاءِ، وسُوءِ القضاءِ، وشماتةِ الأعداءِ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি— বিপদের ভয়াবহতা থেকে, দুর্ভাগ্যের নাগাল থেকে, মন্দ তাকদীর থেকে এবং বিপদে শত্রুর উল্লাস থেকে।



اللَّهمَّ يا مقلِّبَ القلوبِ، ثبِّتْ قلبي على دينِكَ، اللَّهمَّ يا مصرِّفَ القلوبِ والأبصارِ، صرِّفْ قلبي على طاعتِكَ.

“ওগো আল্লাহ! ওহে অন্তরসমূহ পরিবর্তনকারী! আমাকে আপনার দ্বীনের উপর অবিচল রাখুন। ওগো আল্লাহ! ওহে অন্তরসমূহ ও দৃষ্টিসমূহকে পরিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে আপনার আনুগত্যের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন।”

اللَّهمَّ لا تدَعْ لي ذنبًا إلَّا غفرتَهُ، ولا همًّا إلَّا فرَّجْتَهُ، ولا دَينًا إلَّا قضيتَهُ، ولا حاجةً من حوائجِ الدُّنيا والآخرةِ -هيَ لكَ رضًا، ولنا فيها صلاحٌ- إلَّا قضيتَها يا أرحمَ الرَّاحمينَ.

“হে আল্লাহ! আমার সব গুনাহ আপনি ক্ষমা করে দিন। আমার সব দুঃশ্চিন্তা দূর করে দিন। আমার সকল ঋণ আপনি পরিশোধ করে দিন। আমার ইহকালীন ও পরকালীন সব প্রয়োজন (যা আপনার সন্তুষ্টিমূলক ও আমাদের জন্য কল্যাণমূলক) আপনি পূরণ করে দিন। ওগো শ্রেষ্ঠ দয়াময়!”

﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧].

﴿وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٨].

“ওগো আমাদের প্রভু! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করে নিন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী। আপনি আমাদের তাওবা কবুল করে নিন। নিশ্চয় আপনি তাওবা কবুলকারী, দয়াময়।”

﴿رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [الحشر: ١٠].

“ওগো আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ও আমাদের পূর্ববর্তী ভাইদেরকে আপনি ক্ষমা করে দিন। আর যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না। ওগো আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আপনি স্নেহপরায়ণ, পরম দয়ালু।”

اللَّهمَّ إنِّي عبدُكَ، ابنُ عبدِكَ، ابنُ أمتِكَ، ناصيتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدلٌ فيَّ قضاؤُكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هو لكَ، سمَّيتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو استأثرتَ به في علم الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القرآنَ العظيمَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجِلاء حزني، وذَهاب همِّي، اللَّهمَّ علِّمْني منه ما جهلتُ، وذكِّرْني منهُ ما نُسِّيتُ، وارزقْني تِلاوتَهُ آناءَ اللَّيلِ والنَّهارِ على الوجهِ الَّذي يُرضيكَ عنِّي، برحمتِكَ يا أرحمَ الرَّاحمينَ.

“হে আল্লাহ! আমি আপনার বান্দা, আপনার বান্দা ও বান্দীর সন্তান। আমার নিয়ন্ত্রণ আপনার হাতে। আমার উপর আপনার নির্দেশ কার্যকর, আমার প্রতি আপনার ফয়সালা ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমি আপনার সেই সমস্ত নামের প্রত্যেকটির বদৌলতে আপনার নিকট প্রার্থনা করছি যে নামগুলো আপনি নিজেই নিজের জন্য নির্ধারণ করেছেন অথবা নিজ কিতাবে নাযিল করেছেন অথবা আপনার সৃষ্টি জীবের মধ্যে কাউকে শিখিয়ে দিয়েছেন অথবা স্বীয় ইলমের ভাণ্ডারে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছেন— কুরআনকে আমার হৃদয়ের প্রশান্তি বানিয়ে দিন, আমার বক্ষের জ্যোতি বানিয়ে দিন, আমার দুঃশ্চিন্তাগুলোর অপসারণকারী বানিয়ে দিন এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বিদূরণকারী বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ! কুরআনের যা আমি জানি না তা আমাকে শিখিয়ে দিন, যা আমি ভুলে গেছি তা আমাকে মনে করিয়ে দিন। আমাকে দিবানিশি কুরআন পাঠের তাওফিক দিন; ঠিক যেভাবে পাঠ করাটা আপনাকে সন্তুষ্ট করবে। হে শ্রেষ্ঠ দয়াবান! আপনার দয়ার উসিলা দিয়ে আমি এ দোয়া করছি।”

اللَّهمَّ إنيِّ أعوذُ بكَ من عذابِ جهنَّمَ، ومن عذابِ القبرِ، وأعوذُ بكَ من فتنةِ المسيحِ الدَّجَّالِ، وأعوذُ بكَ من فتنةِ المَحيا والمَماتِ، اللَّهمَّ إنيِّ أعوذُ بكَ من المَأثمِ والمَغرَم.

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি— জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের শাস্তি থেকে। আরও আশ্রয় চাচ্ছি— মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে। আরও আশ্রয় প্রার্থনা করছি— জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে। আরও আশ্রয় প্রার্থনা করছি— পাপ ও ঋণ থেকে।”

اللَّهمَّ اغفِرْ لي، واهدِني، وارزُقْني، وعافِني، وارحمْني، اللَّهمَّ إنيِّ أسألُكَ خيرَ المسألةِ، وخيرَ الدُّعاءِ، وخيرَ النَّجاحِ، وخيرَ العملِ، وخيرَ الثَّوابِ، وخيرَ الحياةِ، وخيرَ المَماتِ، وثبِّتْني، وثقِّلْ موازيني، وحقِّقْ إيماني، وارفَعْ درجتي، وتقبَّلْ صلاتي، واغفِرْ خطيئتي، وأسألُكَ الدَّرجاتِ العُلى مِنَ الجنَّةِ، آمينَ.



“হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে সুপথে পরিচালিত করুন, আমাকে রিযিক দিন, আমাকে সুস্থতা দিন, আমার প্রতি দয়া করুন। হে

আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি— উত্তম চাওয়া, উত্তম দোয়া, উত্তম সফলতা, উত্তম আমল, উত্তম সওয়াব, উত্তম জীবন, উত্তম মৃত্যু। আপনি আমাকে অবিচল রাখুন, আমার মীযানকে ভারী করুন, আমার ঈমানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন, আমার মর্যাদাকে উচ্চসিত করুন, আমার নামায কবুল করে নিন, আমার গুনাহ মাফ করে দিন। আমি আপনার কাছে জান্নাতের উচ্চস্তর প্রাপ্তির প্রার্থনা করছি। আমীন।

اللَّهمَّ إنيِّ أسألُكَ فواتحَ الخيرِ، وخواتِمَهُ، وجوامِعَهُ، وأوَّلَهُ وآخرَهُ، وظاهرَهُ وباطنَهُ، والدَّرجاتِ العُلى مِنَ الجنَّة، آمينَ.

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি— কল্যাণের প্রারম্ভিক আমলগুলো, সমাপ্তিমূলক আমলগুলো, সামগ্রিক আমলগুলো, কল্যাণের শুরু ও শেষ, প্রকাশ্য কল্যাণ ও গোপন কল্যাণ এবং জান্নাতের উচ্চতম স্তরগুলো। আমীন।”

اللَّهمَّ إنيِّ أسألُكَ أنْ ترفعَ ذكري، وتَضعَ وِزْري، وتُصلحَ أمري، وتطهِّرَ قلبي، وتحصِّنَ فَرْجي، وتُنوِّرَ قلبي، وتغفرَ لي ذنبي، وأسألُكَ الدَّرجاتِ العُلى مِنَ الجنَّةِ، آمينَ.

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যেন আপনি আমার স্মরণকে উচ্চকিত করেন, আমার পাপকে মোচন করেন, আমার লজ্জাস্থানকে সুরক্ষিত রাখেন, আমার অন্তরকে আলোকিত করেন, আমার গুনাহ মাফ করেন এবং আমি আপনার কাছে জান্নাতের উচ্চতম স্তরগুলো প্রাপ্তির প্রার্থনা করছি।”

اللَّهمَّ إنيِّ أسألُكَ أن تُبارِكَ لي في نفسي، وفي سمعي وبصري، وفي روحي، وفي خَلْقي، وفي خُلُقي، وفي أهلي، وفي مَحيايَ، وفي مَماتي، وفي عَمَلِي، وتقبَّلْ حسناتي، وأسألُكَ الدَّرجاتِ العُلى من الجنَّة، آمينَ.



“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দোয়া করছি যেন আপনি আমার ব্যক্তির মধ্যে, আমার শ্রবণশক্তিতে, দৃষ্টিশক্তিতে, আমার আত্মায়, আমার অবয়বে, আমার চরিত্রে, আমার পরিবারে, আমার জীবনে, আমার

মৃত্যুতে, আমার কর্মে বরকত দান করেন। আর আমি আপনার কাছে জান্নাতের উচ্চতম স্তরগুলো প্রাপ্তির প্রার্থনা করছি।”

اللَّهمَّ احفظْني بالإسلامِ قائماً، واحفظْني بالإسلامِ قاعدًا، واحفَظْني بالإسلامِ راقدًا، ولا تُشْمِتْ بي عدوًّا، ولا حاسدًا.

“হে আল্লাহ! ইসলামের মাধ্যমে দণ্ডায়মান অবস্থায়, উপবিষ্ট অবস্থায়, শোয়া অবস্থায় আমাকে হেফাযত করুন। আর আমার বিপদে কোন শত্রু বা হিংসুককে উল্লসিত করবেন না।

اللَّهمَّ باعِدْ بيني وبينَ خطايايَ كما باعدتَ بينَ المشرقِ والمغربِ، اللَّهمَّ نقِّني من خطايايَ كما يُنقَّى الثَّوبُ الأبيضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهمَّ اغسلني من خطايايَ بالثَّلجِ، والماءِ، والبرَدِ.

“হে আল্লাহ! আমি ও আমার পাপরাশির মাঝে এমন দূরত্ব তৈরী করে দিন যে দূরত্ব রয়েছে পূর্ব দিগন্ত ও পশ্চিম দিগন্তের মাঝে। হে আল্লাহ! আমাকে গুনাহ থেকে এমনভাবে নিষ্কলুষ করুন যেভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিস্কার করা হয়। হে আল্লাহ! বরফ, পানি ও শিলা দিয়ে আমার পাপরাশি ধৌত করে দিন।”

اللَّهمَّ أنتَ الملِكُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ، أنتَ ربِّي وأنا عبدُكَ، ظلمتُ نفسي، واعترفتُ بذنبي، فاغفِرْ لي ذنوبي جميعًا، إنَّه لا يغفرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، واهدِني لأحسنِ الأخلاقِ، لا يهدي لأحسنِها إلَّا أنتَ، واصرِفْ عنِّي سيِّئَها، لا يصرِفُ عنِّي سيِّئَها إلَّا أنتَ، لبَّيكَ وسعديْكَ، والخيرُ كلُّهُ في يديْكَ، والشَّرُّ ليسَ إليكَ، أنا بكَ وإليكَ، تباركتَ وتعاليتَ، أستغفرُكَ، وأتوبُ إليكَ.

“হে আল্লাহ! আপনিই অধিপতি, কোনো উপাস্য সত্য নয়; আপনি ব্যতীত। আপনি আমার প্রভু, আমি আপনার বান্দা। আমি আমার নিজের প্রতি অন্যায় করেছি, আমি আমার পাপসমূহ স্বীকার করে নিচ্ছি। সুতরাং আপনি আমার সমুদয় গুনাহ মাফ করে দিন। নিশ্চয় আপনি ছাড়া আর কেউ গুনাহসমূহ মাফ করতে পারে না। আর আপনি আমাকে সর্বোত্তম চরিত্রের পথে পরিচালিত করুন, আপনি ছাড়া আর কেউ উত্তম চরিত্রের

পথে পরিচালিত করতে পারে না। আর আপনি আমার থেকে আমার খারাপ চরিত্রগুলো দূরীভূত করুন, আপনি ব্যতীত আর কেউ সে খারাপ চরিত্রগুলো অপসারণ করতে পারে না। আমি আপনার হুকুম মানার জন্য সদা-সর্বদা হাজির, সকল কল্যাণই আপনার দু` হাতে নিহিত। অকল্যাণ আপনার দিকে নয় (অর্থাৎ মন্দকে আপনার দিকে সম্পৃক্ত করা উচিত নয়)। আমি আপনার দ্বারাই (প্রতিষ্ঠিত আছি, সহযোগিতা পেয়ে থাকি) এবং আপনার দিকেই (আমার সকল প্রবণতা, বা আমার প্রত্যাবর্তন)। আপনি বরকতময় ও আপনি সুউচ্চ।”

اللَّهمَّ إنيِّ أعوذُ بكَ أن أُردَّ إلى أرذلِ العُمُرِ، وأعوذُ بكَ من القسوةِ والغفلةِ، والذِّلَّةِ والمسكنةِ، وأعوذُ بكَ من الكفرِ، والفسوقِ، والشِّقاقِ، والسُّمعةِ، والرِّياءِ.

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই— চরম বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই— অন্তরের কাঠিন্য, গাফলতি, যিল্লতি ও দারিদ্র থেকে। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই— কুফরি, পাপাচারি, মতের বিচ্যুতি, শ্রবণেচ্ছা ও প্রদর্শনেচ্ছা থেকে।

اللَّهمَّ إنيِّ أعوذُ بكَ مِنْ شرِّ ما عملتُ، ومِنْ شرِّ ما لم أعمَلْ، وأعوذُ بكَ مِنْ شرِّ ما علمتُ، ومن شرِّ ما لم أعلَمْ.

“হে আল্লাহ! যে খারাপ আমল আমি করেছি এবং যে খারাপ আমল আমি করিনি উভয়টি থেকে আপনার আশ্রয় চাই। যে মন্দ জ্ঞান আমি শিখেছি বা যে মন্দ জ্ঞান আমি শিখিনি উভয়টি থেকে আপনার আশ্রয় চাই।”

اللَّهمَّ إنيِّ أعوذُ بكَ مِنَ الهَدْمِ والتَّردِّي، ومِنَ الغَرَق، والحَرَقِ، والهَرَمِ، وأعوذُ بكَ مِنْ أن يتخبَّطَني الشَّيطانُ عندَ الموتِ، وأعوذُ بكَ أن أموتَ لديغًا، وأعوذُ بِكَ مِنْ طَمَعٍ يَهدي إلى طَبَعٍ.

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই— ভূমিধ্বস থেকে, উপর থেকে পড়া থেকে, পানিতে ডোবা থেকে, আগুনে পোড়া থেকে, বার্ধক্য থেকে। আমি আপনার কাছে আরও আশ্রয় চাই মৃত্যুর সময় শয়তানের

প্ররোচনা থেকে। আরও আশ্রয় চাই— বিষাক্ত কিছুর দংশন থেকে। আরও আশ্রয় চাই— এমন লোভ থেকে যা (হৃদয়কে) মোহরাঙ্কিত করার দিকে নিয়ে যায়।”

-اللَّهمَّ إنيِّ أسألُكَ الثَّباتَ في الأمرِ، والعزيمةَ على الرُّشدِ، وأسألُكَ شكرَ نعمتِكَ، وحُسنَ عبادتِكَ، وأسألُكَ قلبًا سليمًا، ولسانًا صادقًا، وأسألُكَ مِنْ خيرِ ما تعلَمُ، وأعوذُ بكَ مِنْ شرِّ ما تعلَمُ، وأستغفرُكَ ممَّا تعلَمُ، وأنتَ علَّامُ الغيوبِ.

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দোয়া করছি— সিদ্ধান্তে অটল থাকার, সুপথের উপর দৃঢ় সংকল্পের, আপনার নেয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপনের, আপনার উত্তম ইবাদত করতে পারার। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি— নিষ্কলুষ হৃদয় ও সত্যবাদী জিহ্বার। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি— এমন কল্যাণের যা আপনি জানেন। আর আশ্রয় চাচ্ছি— এমন অনিষ্ট থেকে যা আপনি জানেন এবং আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এমন গুনাহ থেকে যা আপনি জানেন। নিশ্চয় আপনি অদৃশ্যের বিষয়ে সম্যক অবগত।”

اللَّهمَّ ألهِمْنِي رُشدي، وقني شرَّ نفسي، يا حيُّ يا قيُّومُ، اللَّهمَّ زِدْني ولا تنقُصْني، وأكرِمْني ولا تُهنِّي، وأعطِني ولا تحرمْني، وآثِرْني ولا تُؤْثِرْ عليَّ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ.

“হে চিরঞ্জীব! হে অস্তিত্বের ধারক! আমাকে সুপথ বাতলে দিন। আমার আত্মার অনিষ্ট থেকে আমাকে বাঁচান। হে আল্লাহ! আমাকে বাড়িয়ে দিন; হ্রাস করবেন না। আমাকে সম্মানিত করুন; লাঞ্ছিত করবেন না। আমাকে দান করুন; বঞ্চিত করবেন না। আমাকে প্রাধান্য দিন; আমার উপর অন্যকে প্রাধান্য দিবেন না। ওহে সম্মান ও অনুগ্রহের অধিকারী।”

اللَّهمَّ إنيِّ أسألُكَ رحمةً من عندِكَ، تهدي بها قلبي، وتجمعُ بها أمري، وتلمُّ بها شَعَثي، وتحفظُ بها غائِبي، وترفعُ بها شاهدِي، وتُبيِّضُ بها وجهي، وتُزكِّي بها عملي، وتُلهِمُني بها رُشدي، وتردُّ بها الفِتَنَ عنِّي، وتعصمُني بها مِنْ كلِّ سُوءٍ.

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছ থেকে রহমত চাই; যা দিয়ে আমার অন্তরকে হেদায়েত করবেন, আমার (বিক্ষিপ্ত) বিষয়কে একত্রিত করে

দিবেন, আমার বিক্ষিপ্ততাকে সমন্বিত করে দিবেন, আমার আড়ালের বিষয় হেফাযত করবেন, চাক্ষুষমান বিষয় সমুন্নত করবেন, আমার চেহারাকে শুভ্র করে দিবেন, আমার আমলকে পরিশুদ্ধ করে দিবেন, আমাকে সঠিক পথের দিশা দিবেন, ফিতনাগুলো দূর করে দিবেন এবং সব মন্দ থেকে আমাকে সুরক্ষিত রাখবেন।”

اَللَّهُمَّ إنِّي أسألُكَ صحَّةً في إيمانٍ، وإيمانًا في حُسنِ خُلقٍ، ونجاحًا يتبعُهُ فلاحٌ، ورحمةً منكَ، وعافيةً منكَ، ومغفرةً ورضوانًا.

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সঠিক ঈমান চাই, ঈমানের সাথে উত্তম চরিত্র চাই, এমন সাফল্য চাই যার পরে আছে কল্যাণ। আপনার পক্ষ থেকে রহমত, নিরাপত্তা, ক্ষমা ও সন্তুষ্টি চাই।”

اللَّهمَّ إنَّكَ تسمعُ كلامي، وترى مكاني، وتعلمُ سرِّي وعلانيتي، لا يخفى عليكَ شيءٌ من أمري، وأنا البائسُ الفقيرُ، والمستغيثُ المستجيرُ، والوَجِلُ المُشفِقُ، المُقرُّ المعترفُ إليكَ بذنبِهِ، أسألُكَ مسألةَ المسكينِ، وأبتهِلُ إليكَ ابتهالَ المُذنبِ الذَّليلِ، وأدعوكَ دعاءَ الخائفِ الضَّريرِ، دعاءَ من خضعَتْ لكَ رقبتُهُ، وذلَّ لكَ جسمُهُ، ورَغِم لك أنفُهُ، فاللَّهمَّ تقبَّلْ توبتي، واغسِلْ حَوْبتي، وأجِبْ دعوتي، وثبِّتْ حُجَّتي، واهْدِ قلبي، وسدِّدْ لساني، واسْلُلْ سَخِيمةَ صدري، يا أرحمَ الرَّاحمينَ.

“হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি আমার কথা শুনছেন, আমার অবস্থান দেখছেন। আমার প্রকাশ্য ও গোপন বিষয় আপনি জানেন। আপনার কাছে আমার কোন কিছুই অজানা নয়। আমি দুর্দশাগ্রস্ত-দরিদ্র, সাহায্য ও নিরাপত্তাপ্রার্থী, ভীতসন্ত্রত্ব ও ক্ষতিগ্রস্ত। নিজ গুনাহের স্বীকারোক্তিদানকারী, আমি আপনার কাছে ভিক্ষুকের মত চাচ্ছি। নতশির পাপীর ন্যায় মিনতি করছি। ক্ষতিগ্রস্ত ভীতুর মত দোয়া করছি, যার গর্দান আপনার প্রতি নত হয়েছে, দেহ অবনত হয়েছে, নাসিকা ধুলিধুসর হয়েছে। হে আল্লাহ! আমার তাওবা কবুল করে নিন, আমার পাপ ধৌত করে দিন, আমার দোয়া কবুল করুন, আমার পক্ষে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করুন, আমার অন্তরকে হেদায়েত দিন, আমার কথাকে নির্ভুল করুন, আমার বুকের কুটিলতা দূর করে দিন। ওহে দয়াবানদের দয়াবান।”

﴿لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧].

“কোন উপাস্য সত্য নয়; আপনি ছাড়া। আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। নিশ্চয় আমি অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত।”

﴿رَّبَّنَا عَلَيۡكَ تَوَكَّلۡنَا وَإِلَيۡكَ أَنَبۡنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ ٤ رَبَّنَا لَا تَجۡعَلۡنَا فِتۡنَةٗ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغۡفِرۡ لَنَا رَبَّنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ﴾ [الممتحنة: ٤-٥].

“হে আমাদের প্রভু! আপনার উপর ভরসা করছি, আপনার দিকে ফিরে এসেছি, আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন। ওগো প্রভু! আমাদেরকে কাফেরদের জন্য পরীক্ষার উপলক্ষ বানাবেন না। ওগো প্রভু! আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।”

﴿سُبۡحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلۡعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٨٠ وَسَلَٰمٌ عَلَى ٱلۡمُرۡسَلِينَ ١٨١ وَٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ [الصافات: ١٨٠-١٨٢].

“তারা যে সব কথা বলে সম্মান ও শক্তির মালিক আপনার প্রভু তা থেকে পবিত্র। রাসূলদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।”

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وآلِهِ، وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

“প্রথমে ও শেষে সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমাদের নবী মুহাম্মাদের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।”

# সূচিপত্র


অধিদপ্তরের ভূমিকা ........ 4

ভূমিকা ........ 6

মীকাতসমূহ ও ইহরাম ........ 7

দৃষ্টি আর্কষণী ........ 9

উমরার রুকন, ওয়াজিব ও সুন্নতসমূহ ........ 10

ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়াবলী ........ 11

উমরা করার পদ্ধতি ........ 14

নির্বাচিত দোয়া ........ 18

সূচিপত্র ........ 37

حرمين

رئاسة الشؤون الدينية
بالمسجد الحرام والمسجد النبوي